দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের স্কুল

(কিন্ডারগার্টেন-দ্বাদশ শ্রেণী)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় ১৬৪২ সালে ম্যাসাচুসেটস্ শিক্ষা আইনকে ভিত্তি করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদেশের সামগ্রিক পটভূমি, দাসপ্রথা, বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য ইত্যাদি এখানকার শিক্ষাব্যবস্থাকে বার বার বিপর্যস্ত করেছে। সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে অভিবাসী জনসমষ্টির নতুন নতুন সমস্যা। সম্ভবত এ সমস্ত কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি অন্যান্য দেশের তুলনায় জটিল।

শিল্পোন্নত বিশ্বে অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণত জাতীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যতিক্রম। এখানে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় স্থানীয়, স্টেট ও ফেডারেল গবর্নমেন্টের যৌথ তত্ত্বাবধানে। শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাকে সাক্ষর করে তোলা এবং গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ ১০ থেকে ১২ বছর। শিক্ষাপর্ব শুরু হয় ৫-৬ বছর বয়সে কিন্ডারগার্টেন বা প্রথম শ্রেণীতে, আর শেষ হয় ১৬-১৮ বছর বয়সে দশম, একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীতে। মোটামুটিভাবে শিক্ষার এই অধ্যায়টা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক— এই দুই পর্বে বিভক্ত হলেও শিক্ষা প্রদান করা হয় তিন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে— প্রাথমিক বিদ্যালয় (কিন্ডারগার্টেন/প্রথম-পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণী), মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ষষ্ঠ/সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী), উচ্চ বিদ্যালয় (নবম-দশম/একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী)। শিক্ষার মেয়াদ এবং স্তর বিভাগের যে হেরফের, তার কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে মূল বিষয়গুলো যেমন ইংরেজী, পঠন, লিখন, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও শরীরচর্চার ওপর জোর দেয়া হয়। এ ছাড়া সঙ্গীত ও গ্রন্থাগার বিষয়ক নিয়মিত সাপ্তাহিক ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে। মাধ্যমিক স্কুলে আবশ্যক বিষয় হচ্ছে— ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও শরীরচর্চা; আর ঐচ্ছিক বিষয় নিয়মিত সাপ্তাহিক ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে। মাধ্যমিক স্কুলে আবশ্যক বিষয় হচ্ছে— ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ও শরীরচর্চা; আর ঐচ্ছিক বিষয় হচ্ছে— ভিস্যুয়াল আর্টস, পারফরমিং আর্টস, কম্পিউটার, খেলাধুলা, কারিগরি শিক্ষা, বিদেশী ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষাপর্বের তিনটি স্তরেই দৈনিক ৭ ঘণ্টা করে বছরে ১৭৫-১৮৫ দিন শিক্ষাকার্য চলে। শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে, সমাপ্ত হয় মে/জুন মাসে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের জন্য এদেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে; যেমন পাবলিক স্কুল, প্রাইভেট স্কুল, চার্টার স্কুল, ম্যাগনেট স্কুল ও হোম স্কুল। শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করবে সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ অভিভাবকদের মতামতের ওপর। এখন দেখা যাক, বিভিন্ন স্কুলগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা কি এবং কোথায় কিভাবে শিক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়।

পাবলিক স্কুল : পাবলিক স্কুল বলতে সাধারণত সরকারী স্কুলকেই বোঝায়। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্রত হচ্ছে সাধারণ, মেধাবী তথা প্রতিবন্ধী সকল শিক্ষার্থীর জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যুক্তরাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে পাবলিক স্কুলের শিক্ষাকার্য শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বর্তমানে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৯০ ভাগ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে।

পাবলিক স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় ফেডারেল গবর্নমেন্ট, স্টেটের শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক। স্কুল ডিস্ট্রিক্টের প্রশাসন কার্য চালান স্থানীয় স্কুল বোর্ড ও বোর্ড নির্বাচিত সুপারিন্টেন্ডেন্ট; এবং স্কুল ক্যাম্পাসের প্রশাসক হচ্ছেন অধ্যক্ষ। শিক্ষার মান/মানগত পরীক্ষাসমূহ নির্ধারিত হয় স্টেটের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক এবং পরে তা স্টেটের আইনসভা ও গবর্নরের মাধ্যমে কার্যকরী হয়। পাঠ্যক্রম নির্বাচন করে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ও স্টেটের শিক্ষাবিভাগ। এ সব পাবলিক স্কুলের অনুদান আসে ফেডারেল/ স্টেট গবর্নমেন্ট ও স্থানীয় সম্পদ কর থেকে।

পাবলিক স্কুল হচ্ছে সন্নিহিত অঞ্চলের প্রতিচ্ছবি। শিক্ষার্থীরা সাধারণত আসে স্কুলসংলগ্ন কমিউনিটি থেকে। যেহেতু অনুদানের একটা বিরাট অংশ আসে স্থানীয় রাজস্ব থেকে সে কারণে অঞ্চল ভেদে স্কুলের নানা সুযোগ-সুবিধার তারতম্য থাকে। প্রাথমিক স্তরে একজন শিক্ষকই সমস্ত বিষয় পড়ান। অবশ্য শরীরচর্চা, সঙ্গীত ও লাইব্রেরী বিষয়ক সাপ্তাহিক ক্লাসের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকেন। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য রয়েছেন— উপদেষ্টা, মনস্তত্ত্ববিদ ও নার্স। প্রতিভাবান ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য থাকেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্টেটের শিক্ষা বিভাগ অনুমোদিন কোর্স ওয়ার্ক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পর্ব সমাপ্ত করার পর পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

সনজু বড়ুয়া

(বাকি অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)